মুজিবনগরে চিড়িয়াখানায় অভিযানে ২৭টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তী মনোরমা মিনি চিড়িয়াখানায় অভিযান চালিয়েছে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গতকাল রবিবার বিকেলে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ২৭টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়। পরিবেশ অনূযায়ী বেশ কিছু বন্যপ্রাণী এখান থেকে অবমুক্ত করে দেওয়া হয়। বাকিগুলো সাথে নিয়ে যায় অভিযানকারী দলটি।

উদ্ধারকৃত প্রাণীগুলোর মধ্যে রয়েছে, ২ টি হনুমান ২টি বানর, ৮টি কালেম, সজারু একটি, একটি অজগর, একটি হরিয়াল ৪ টি মুনিয়া, টিয়া একটি, একটি কচ্ছপ ও ৪ টি বালি হাঁস।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের বন্যপ্রাণি পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল সাদিক জানান, সারা দেশের চিড়িয়াখানা, রিসোর্ট ও মিনি পার্কে ধারবাহিক অভিযান পরিচালনা করছে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট। যেখানেই বণ্য প্রাণি পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই অভিযান চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় মুজিবনগরের মনোরমা মিনি চিড়য়াখানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখান থেকে ২৭ টি বণ্য প্রাণি উদ্ধার করা হয়।

সেগুলোর মধ্যে মেহেরপুরের পরিবেশ উপযোগী বানর, হুনুমান, কচ্ছপ, সাজারু, টিয়া, হরিয়াল, বালি হাঁস ও মুনিয়া পাখি অবমুক্ত করে দেওয়া হয়। বাকি অজগর ও কালিম পাখি সাথে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবেশ উপযোগী বাসস্থানে তাদেরকে অবমুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি আরো জানান, জানুয়ারি থেকে চলতি মাস পর্যন্ত মন্টু মিয়ার বাগান বাড়ি, স্বপ্নপুরিসহ দেশের ৮ টি মিনি চিড়িয়াখানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সেখান থেকে ৭৬ টি বন্যপ্রাণি উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি বন্যপ্রাণির পাচারের সাথে কারা জড়িত তাদেরকেউ চিহ্নিত করা হচ্ছে। তারা যতোবড়ই শক্তিশালী হোক আইনের আওতায় আনা হবে বলে তিনি হুশিয়ারী দেন।

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের বন্যপ্রাণি পরিদর্শক অসিম মল্লীকসহ ঢাকা ইউনিটের সদস্যরা এ অভিযানে অংশ নেয়।

তবে মনোরমা মিনি চিড়িয়াখানার মালিক তাহাজ উদ্দীন জানান, দেড় বছর

আগে এ বণ্যপ্রাণি ও চিড়িয়াখানাটি অন্য মালিকের সাথে কিনেছিলেন। এখন এর লাইসেন্স সম্পর্কে কিছুই জানেনা। যে কাগজপত্রগুলো তারা দিয়েছেন সেগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। সেগুলো দেখিয়েছি কিন্তু কেনা কাজ হয়নি।

মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন

“নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করি, নিজের জমি সুরক্ষিত রাখি”—এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য র্যালীর মধ্যদিয়ে উদ্বোধন হয়েছে তিন দিনব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২৫। র্যালীটি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। গতকাল রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ভূমি অফিসের আয়োজনে সেবা সপ্তাহর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

এ মেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে উৎসাহিত করা এবং ভূমি সংক্রান্ত সেবা ও তথ্য প্রদান করা। এসময় তথ্যকেন্দ্র ও সেবা বুথের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহামুদুল হাসান,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন জানান, রবিবার থেকে মঙ্গলবার (২৫-২৭ মে) প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই সেবা। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, ই-নামজারি, ই-পর্চাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে।

তিনি আরও জানান, এই সেবা সপ্তাহের মূল লক্ষ্য—ভূমি সংক্রান্ত ডিজিটাল সেবা সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।এখান থেকে হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে কীভাবে ঘরে বসে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান,

নামজারির আবেদন ও ই-পর্চা সংগ্রহ করা যায়।

মেলার অংশ হিসেবে ২৬ মে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে এবং ২৭ মে উপজেলা অডিটোরিয়ামে জনসচেতনতামূলক সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ভূমি অফিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলায় ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসেবা প্রদান, ডিজিটাল রেকর্ড যাচাই, অনলাইন খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ, নামজারি আবেদনসহ নানা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

মেলাটি সাধারণ মানুষের ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞান বাড়াতে এবং সেবা প্রাপ্তিকে সহজ ও স্বচ্ছ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সভাপতি জয়নুল আবেদীন ও মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামালের স্বাক্ষরে এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন আহ্বায়ক কমিটিতে মো. আসাদুল আযম খোকন কে আহ্বায়ক করা হয়েছে। সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এ.কে.এম. জিল্লুর রহমান। সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন মো. আনোয়ার হোসেন। এছাড়া যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন মো. আতাউল হক এবং মখলেছুর রহমান খান স্বপন।

কমিটির সদস্যরা হলেন আদিল করিম, মারুফ আহাম্মদ বিজন, মো. কামরুল হাসান, মো. নজরুল ইসলাম, মো. আরিফুজ্জামান এবং সাইদুর রহমান রিপন।

কমিটিকে অনুমোদনের তারিখ থেকে তিন মাসের জন্য কার্যকরি ধরা হয়েছে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু মামলার আসামি পলাশ কারাগারে

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহজাহান আলীর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন পলাশ। আদালতের বিচারক তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পলাশ উচ্চ আদালত থেকে চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে ছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে তিনি নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

ঘটনার চার দিন পর, গত ৪ এপ্রিল নিহত ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান সোহাগের চাচা সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯৮/১০৫ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নম্বর—০৭।

আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে। দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের মালিকও তিনি। তিনি মেহেরপুর পশুহাট সংলগ্ন ভুট্টা ক্রয় কেন্দ্রে বিপি করপোরেশনের মালিক।

মামলায় আসামিপক্ষে মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল হাসান এবং সরকারপক্ষে কোর্ট পরিদর্শক জিয়াউল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্য দিয়ে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়া হয়। এ সময় সাংবাদিকরা ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৩১ মার্চ রোজার ঈদের দিন বিকালে প্রাইভেট কার চালক পলাশ হোসেন বেপরোয়া গতিতে আমঝুপি থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। এ সময় ভ্যানচালক আলী হাসান তার পরিবারের লোকজন নিয়ে ভ্যানযোগে আমঝুপির দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাইভেট কারটি প্রথমে পাখিভ্যানের সাথে সজোরে ধাক্কা মারলে ভ্যানের সকল যাত্রী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে প্রাইভেট কারটি একটি মোটরসাইকেলকেও ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আখতারুজ্জামান শোভন ও তার বন্ধু আল ইমরান রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান মারা যান। এছাড়া অবস্থার অবনতি হওয়ায় আল ইমরানকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ও জুবায়ের হাসানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। রাজশাহীতে নেওয়ার পথে সন্ধ্যার দিকে পাবনার মধ্যে শিশু জুবায়ের হোসেন মারা যান। আল ইমরান রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মারা যান।

এদিকে, দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে সেখানে দেখা যায়, যে তিনজন নিহত হয়েছে তারা সবাই তাদের সঠিক সাইডে ছিলেন এবং আসামি তার গাড়ি হতে বেরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। মামলার বাদী অভিযোগ করে এজাহারে উল্লেখ করেছেন, আসামি পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করেছে।

মেহেরপুরের বামন পাড়ায় নারীর উপর হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরের বামনপাড়া এলাকায় আমবাগানের আম পাড়া সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মোছাঃ নাছরিন আক্তার পলি (৪৫) নামের এক নারীকে

জখম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন মৃত ইছাহাক মীরের ছেলে মোঃ জুয়েল, মৃত তারা মীরের ছেলে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব ওরফে হবু (৫২), মকছেদ মীরের ছেলে মোঃ হারু মীর, মোঃ হারু মীরের ছেলে মোঃ সাকিব মীর।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুর ১টার দিকে নাছরিন আক্তার পলি তার খালা ও মায়ের সাথে আমবাগানে গেলে অভিযুক্তরা সেখানে উপস্থিত হয়ে আম বিক্রি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা- কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে আসামী মোঃ হারু তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

এরপর অন্যান্য অভিযুক্তরা বাঁশের লাঠি, রড ও জিআই পাইপ দিয়ে তাকে পেটায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে অভিযুক্ত মোঃ জুয়েল ধারালো হাসুয়া দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে কোপ মারেন। ভুক্তভোগী তা প্রতিহত করলে তার বাম পায়ে গুরুতর জখম হয়।

এছাড়া তার কানে থাকা স্বর্ণের দুল ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং হাতে থাকা একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নেয়া হয় বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

তার চিৎকারে স্থানীয় কয়েকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং পরবর্তীতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভুক্তভোগী আরও অভিযোগ করে বলেন, থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে, অভিযুক্তরা নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেছবাহ উদ্দিন জানান, তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর নবাগত ইউএনওর সাথে

সাংবাদিকদের পরিচিতি সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল ৪টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন। গত ১৫ মে ২০২৫ তারিখে গাংনী উপজেলার ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মো. আনোয়ার হোসেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. ইমরান হোসেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মুনসুর রহমান, এলজিইডি প্রকৌশলী মো. ফয়সাল হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোতালেব আলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান এবং পৌরসভা প্রকৌশলী মো. শামীম রেজা।

সভায় সাংবাদিকরা গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন, প্রতিবন্ধকতা ও বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমি এখন গাংনীর মানুষ। গাংনীবাসীর প্রত্যাশা নিয়ে তাদের সেবা করতে চাই। আমি চাই না আমার ভালো কাজের প্রশংসা করা হোক, বরং অনুরোধ করব সমালোচনা করতে যাতে আমি ভুল শোধরাতে পারি এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারি। আমার কর্মকাণ্ডে সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।”

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৬জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই

অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন,পাটকেলপোতা,মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের, মোঃ আসাদ আলীর ছেলে মোঃ মশিউর রহমান, খোকসা, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের মৃত রমজান আলীর ছেলে মোঃ ফিরোজ (৫০), পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া,মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের, মৃত ইছার উদ্দিন শেখের ছেলে মোঃ তাইজুল ইসলাম (৫১), কাঁঠালপোতা, ,মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের মোঃ নাসির উদ্দিনের ছেলে মোঃ সাবিরুল ইসলাম, গোভীপুর গোরস্থানপাড়া মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের মো: লিয়াকত আলীর ছেলে মো: শরিফুল ইসলাম (২৫) , পৌর কলেজপাড়া মাঠপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড মেহেরপুর পৌরসভার মোঃ ফিরোজ ফকিরের ছেলে মোঃ শওকত ওসমান (৩০) ।

গ্রেফতাকৃতদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান আছে।

মেহেরপুরে ৩ দিনব্যাপী ভূমি মেলার উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও শুরু হয়েছে তিন দিনের ভূমি মেলা। আজ রবিবার (২৫ মে) সকাল সাড়ে নয়টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে মেলার সূচনা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা ভূমি অফিস চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

“নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করি, নিজের জমি সুরক্ষিত রাখি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ মেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে উৎসাহিত করা এবং ভূমি সংক্রান্ত সেবা ও তথ্য প্রদান করা।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

জেলা প্রশাসন ও উপজেলা ভূমি অফিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলায় ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসেবা প্রদান, ডিজিটাল রেকর্ড যাচাই, অনলাইন খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ, নামজারি আবেদনসহ নানা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মেলাটি সাধারণ মানুষের ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞান বাড়াতে এবং সেবা প্রাপ্তিকে সহজ ও স্বচ্ছ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর জেলার সদর থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসাবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতাকৃত হলেন, বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, মেহেরপুর, সিআর নং-২৮৩/২৫(গাংনী), তারিখ- ২৪ মে, ২০২৫; (মেহেরপুর, গাংনি) ঘটনার সময়- ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ মশিউর রহমান, মোঃ আসাদ আলী, স্থায়ী: গ্রাম- পাটকেলপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ ফিরোজ (৫০), পিতা-মৃত রমজান আলী, স্থায়ী: গ্রাম- খোকসা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা-মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৩৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; জি আর নং-৫১৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; সময়-১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(খ)/৩৬(১) সারণির ৮(গ)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ তাইজুল ইসলাম (৫১), মৃত ইছার উদ্দিন শেখ, গ্রাম-পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা - মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ সাবিরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নাসির উদ্দিন, স্থায়ী: গ্রাম- কাঁঠালপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা -মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৯, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; জি আর নং-৪৫২, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; সময়-১৯.৩০ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মো: শরিফুল ইসলাম (২৫), মো: লিয়াকত আলী, স্থায়ী: গ্রাম- গোভীপুর (গোরস্থানপাড়া), উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৭/৬০, তারিখ- ১০ মার্চ, ২০২১; সময়- ১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ শওকত ওসমান (৩০), মোঃ ফিরোজ ফকির, সাং-পৌর কলেজপাড়া মাঠপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড মেহেরপুর পৌরসভা উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

গ্রেফতাকৃতদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান আছে।

মুজিবনগরে নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মুজিবনগরে নারী ও শিশুসহ ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

রবিবার ভোররাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

তারা সীমান্ত পার হয়ে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় অবস্থান করলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ৯ জন শিশু, ৫ জন নারী ও ৫ জন পুরুষ। আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার কাঠগিরি গ্রামের আব্দুল জলিলের মেয়ে মোমেনা খাতুন এবং তার তিন ছেলে মোজাম্মেল হক (২৩), মোস্তাক আহমেদ (১৯) ও কাবিল (১১)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার জয়মঙ্গল ১১ মাথা গ্রামের জালালউদ্দিনের ছেলে মইনুল ইসলাম, তার স্ত্রী কাঞ্চন বেগম এবং তাদের তিন সন্তান কারণ (১৪), রবিউল (৭) ও মরিয়ম (৪)। লালমনিরহাট জেলার সদর থানার চুঙ্গগাড়া গ্রামের মৃত গণেশ চন্দ্র পালের ছেলে নিতাই চন্দ্র পাল, তার স্ত্রী গীতা রানী পাল এবং তাদের তিন মেয়ে পার্বতী পাল (১৫), পূজা রানী পাল (৭) ও আরতী পাল (৩)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কুঠিচন্দ্রখানা গ্রামের খলিলের ছেলে আমিনুল ইসলাম, তার স্ত্রী পারুল এবং তাদের দুই মেয়ে আমেনা (৪) ও আরফিনা (১১ মাস)।

আটককৃতরা জানান, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করছিলেন।

প্রায় ছয়-সাত দিন আগে ভারতের হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলে রাখা হয়। পরে রবিবার ভোরে মুজিবনগরের সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশব্যাক করে বিএসএফ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতরা কেদারগঞ্জ বাজারের বিআরটিসি কাউন্টারে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।